"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ পুরানো ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করতে। ভক্তির ফল হলো জ্ঞান, যার দ্বারা তোমাদের সদ্গতি হয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - অনেক বাচ্চারা চলতে-চলতে নিজের ভাগ্যকে নিজেই শ্যুট করে দেয়, কিভাবে?

*উত্তরঃ - যদি বাবার হয়েও (সমর্পিত) সার্ভিস না করে, নিজের এবং অপরের উপরে কৃপা না করে, তবে সে নিজের ভাগ্যকেই শ্যুট করে অর্থাৎ শেষ করে দেয় । সঠিকরীতিতে পড়ো, স্মরণে থাকো তবে পদও ভাল পাবে। সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের সার্ভিসের অত্যন্ত শখ থাকা উচিত।

*গীতঃ- কে এসেছে আজ সকাল-সকাল .....

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম আত্মা, শরীর নই। আর এ'জ্ঞান এখনই পাওয়া যায় - পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে। বাবা বলেন, আমি যখন এসেছি তখন তোমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মাই শরীরে প্রবেশ করে। এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে থাকে। আত্মার পরিবর্তন হয় না, শরীরের পরিবর্তন হয়। আত্মা অবিনাশী, তাই নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। এ'জ্ঞান কেউ কখনো দিতে পারে না। বাচ্চাদের আহ্বানে বাবা এসেছেন। এও কারোর জানা নেই যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাবা এসে বোঝান যে, আমি আসিই কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে যখন সমগ্র বিশ্বই পুরুষোত্তম হয়। এ'সময় সমগ্র বিশ্বই কনিষ্ঠ, পতিত। সে'টিকে বলা হয় অমরপুরী, এটা হলো মৃত্যুলোক। মৃত্যুলোকে আসুরী-গুণসম্পন্ন মানুষ থাকে, অমরলোকে দৈবী-গুণসম্পন্ন মানুষ থাকে তাই তাদের দেবতা বলা হয়। এখানেও যারা সু-স্বভাবের, তাদের বলা হয় - এরা তো যেন দেবতা। কেউ দৈবী-গুণসম্পন্ন হয়, এ'ইসময় সকলেই হলো আসুরী-গুণসম্পন্ন। ৫ বিকারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তবেই তো গায়, এসে এই দুঃখ থেকে মুক্তি দাও। কোনো একজন সীতাকে তো মুক্ত করেনি। বাবা বোঝান, ভক্তকে সীতা বলা হয়, আর রাম বলা হয় ভগবানকে। যিনি ভক্তদের ফলপ্রদান করতে আসেন। এই অসীম জগতের রাবণ-রাজ্যে সমগ্র দুনিয়া বন্দী হয়ে রয়েছে। তাদের মুক্ত করে রাম-রাজ্যে নিয়ে যান। রঘুপতি রাঘব রাজা রামের কথা নয়। তিনি তো ত্রেতার রাজা ছিলেন। এখন সকল আত্মারাই তমোপ্রধান জরাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। অবতরণ করতে-করতে সিড়ির সম্পূর্ণ নিচে চলে এসেছে। পূজ্য থেকে পুজারী হয়ে গেছে। দেবতারা কারোর পূজা করে না। তারা হলেন পূজ্য। পুনরায় যখন তারা বৈশ্য, শূদ্র হয়ে যায় তখন পূজো শুরু হয়। বাম-মার্গে চলে আসায় পূজারী হয়ে যায়, পুজারীরা দেবতাদের চিত্রের সম্মুখে নমন করে। এ'সময় একজনও পূজ্য হতে পারে না। সর্বোচ্চ পূজ্য হলেন ঈশ্বর, তারপর পূজ্য হলেন সত্যযুগীয় দেবতারা। এ'সময় তো সকলেই পুজারী, সর্বপ্রথম পূজা শিবের হয়, তা হলো অব্যভিচারী পূজা। তারা সতোপ্রধান পুনরায় সতঃ, পুনরায় দেবতাদের থেকে নেমে জলের, মানুষের, পাখি ইত্যাদির পুজো করতে থাকে। দিনে-দিনে অনেকের পূজাই হতে থাকে। আজকাল ধর্মীয় কনফারেন্সও অনেক হতে থাকে। কখনো আদি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের, কখনো জৈনদের, কখনো আর্য-সমাজের মতাবলম্বীদের। অনেককেই ডাকা হয় কারণ প্রত্যেকেই নিজের ধর্মকে উচ্চ মনে করে, তাই না! প্রত্যেক ধর্মে কোন না কোন বিশেষ গুণ হওয়ার কারণে তারা নিজেদের বড় মনে করে। জৈনদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের হয়। ৫-৭ ধরনের হবে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ নগ্নও থাকে, নগ্ন হওয়ার অর্থ বোঝে না। ভগবানুবাচ - নগ্ন অর্থাৎ অশরীরী এসেছিলে, পুনরায় অশরীরী হয়েই যেতে হবে। ওরা আবার বস্ত্র পরিত্যাগ করে নগ্ন হয়ে যায়। ঈশ্বরের কথার অর্থ বোঝে না। বাবা বলেন, তোমরা অর্থাৎ আত্মারা এখানে এই শরীর ধারণ করে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে এসেছো, পুনরায় ফিরে যেতে হবে। বাচ্চারা, এ'সকল কথা তোমরাই জানো। আত্মাই (নিজের) পার্ট প্লে করতে আসে, বৃক্ষ (ঝাড়) বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন-নতুন প্রকারের ধর্ম ইমার্জ হতে থাকে, তাই একে ভ্যারাইটি ড্রামা বা নাটক বলা হয়ে থাকে। এ হলো ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ। দেখো, ইসলাম ধর্মকে। তাদেরও অনেক শাখা-প্রশাখা বেরোয়। মহম্মদ তো পরে এসেছে, প্রথমে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মুসলমানদের সংখ্যা অগণিত। আফ্রিকায় কত ধনবান রয়েছে, সোনা-হীরার খনি রয়েছে। যেখানেই অনেক ধন-সম্পদ দেখে তার উপর আক্রমণ করে ধনবান হয়ে যায়। খ্রীশ্চানরাও কত ধনবান হয়ে গেছে। ভারতেও ধন-সম্পদ রয়েছে, কিন্তু গুপ্ত। সোনা ইত্যাদি কত ধরা পড়ে। এখন দিগম্বর সভাসদেরা কনফারেন্স ইত্যাদি করতে থাকে, কারণ প্রত্যেকেই নিজেকে বড় মনে করে, তাই না! এতসব ধর্ম বৃদ্ধি পেতেই থাকে, বিনাশও তো কখনো হতেই হবে, কিছুই বোঝে না। সর্ব ধর্মের মধ্যে উচ্চ হলো তোমাদের ব্রাহ্মণ ধর্মই, যা কেউই জানে না। কলিযুগীয় ব্রাহ্মণও অনেক রয়েছে, তারা হলো (মাতৃ) গর্ভজাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত, তারা তো সকলে ভাই-বোন হওয়া উচিত। যদি তারা

নিজেদেরকে ব্রহ্মার সন্তান বলে, তবে তো ভাই-বোনই হলো তাহলে বিবাহও করতে পারে না। প্রমাণিত হয় যে, ওই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত নয়, শুধু নাম রেখে দেয়। বাস্তবে দেবতাদের থেকেও উচ্চ ব্রাহ্মণদের বলা হয়, কেশ-শিখা (টিকি) রয়েছে, তাই না! এই ব্রাহ্মণেরাই মানুষকে দেবতায় পরিনত করে। শিক্ষাদাতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, স্বয়ং জ্ঞানের সাগর। একথা কারোর জানা নেই। বাবার কাছে এসে ব্রাহ্মণ হয়ে পুনরায় কাল শূদ্র হয়ে যায়। পুরানো সংস্কার পরিবর্তন করতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। আত্মিক পিতার থেকে আত্মিক সন্তানেরাই উত্তরাধিকার নেবে। বাবাকে স্মরণের সময়েই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। বাবা বলেন, হাতের দ্বারা কর্ম করতে-করতেও মন(হৃদয়) যেন বাবার স্মরণে থাকে। এ অত্যন্ত সহজ। যেমন প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারে না। বাবাও তো প্রিয়তমই (মাশুক)। সব বাচ্চারা হলো প্রিয়তমা, যারা বাবাকে স্মরণ করে। একমাত্র বাবা-ই আছেন, যিনি কখনো কারোর প্রতি আসক্ত হন না, কারণ ওঁনার থেকে উচ্চ কেউ নয়। হ্যাঁ, বাচ্চাদের মহিমা করা হয়, এছাড়া তোমরা সকলেই ভক্তিমার্গ থেকে আমার অর্থাৎ প্রিয়তমের প্রিয়তমা। আহ্বানও করো যে এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে পবিত্র করো। তোমরা সকলে হলে ব্রাইডস্, আমি হলাম ব্রাইডগ্রুম। তোমরা সকলে আসুরী জেলে বন্দী হয়ে রয়েছো, আমি এসে মুক্ত করি। এখানে পরিশ্রম অনেক, ক্রিমিনাল আই ধোঁকা দেয়, সিভিল আই হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। দেবতাদের ক্যারেক্টার কতো ভালো, এখন এইরকম দেবতাদের রচনাকারের তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই না!

কনফারেন্সে টপিক রাখা হয়েছে - "মানবজীবনে ধর্মের আবশ্যকতা।" ড্রামাকে না জানার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোমরা ব্যতীত আর কেউ বোঝাতে পারবে না। খ্রীশ্চান, বৌদ্ধাদিরা একথা জানে কি যে খ্রীশ্চান, বৌদ্ধাদিরা পুনরায় কবে আসবে ! না তা জানে না। তোমরা তৎক্ষণাৎ হিসাব-নিকাশ বলে দিতে পারো। তাই বোঝানো উচিত যে, ধর্মের আবশ্যকতা তো রয়েছে, তাই না! সর্বপ্রথমে কোন্ ধর্ম ছিল? পরে কোন্ ধর্ম এসেছে। নিজেদের ধর্মের লোকেরাও সম্পূর্ণ বোঝে না। যোগ করে না। যোগ ব্যতীত শক্তি প্রাপ্ত হয় না, তীক্ষ্ণতা আসে না। বাবাকেই অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। তোমরাও সর্বশক্তিমান হয়ে যাও, বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তোমাদের রাজ্যকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। সে'সময়ে আর কোনো খন্ড থাকে না। এখন তো অনেক খন্ড (দেশ)। এই সৃষ্টি-চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। এই চক্র ৫ হাজার বছরের, এছাড়া সৃষ্টি কত দীর্ঘ। তা কি পরিমাপ করা যাবে? ভুমির পরিমাপ করতে পারা যায়। সাগরের তো করতে পারবে না। আকাশ এবং সাগরের অন্ত কেউ পাবে না। তাই বোঝাতে হবে - কেন ধর্মের আবশ্যকতা রয়েছে। সমগ্র চক্র তৈরীই হয়েছে ধর্মের উপর। এ হলো ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ (ছবি), হলো অন্ধের সামনে আয়না। তোমরা এখন সার্ভিসের জন্য বাইরে বেরিয়েছো, ধীরে-ধীরে তোমাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। ঝড় হলে অনেক পাতা পড়ে যায়, তাই না! অন্যান্য ধর্মে ঝড় ওঠার কোনো কথা থাকে না। তাঁকে তো উপর থেকে আসতেই হবে, এখানে তোমাদের স্থাপনকার্য অতি বিস্ময়কর। যারা ভক্তরা সর্বপ্রথমে আসে, বাবাকে এসে তাদেরকেই ফল দিতে হবে, নিজ-গৃহে নিয়ে যেতে হবে। আহ্বানও করা হয় যে, আমাদের আত্মাদের নিজ-গৃহে নিয়ে যাও। একথা কারোরই জানা নেই যে বাবা স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেন। সন্ন্যাসীরা সুখকে মান্যতা দেয়না। তারা মোক্ষ চায়। মোক্ষকে উত্তরাধিকার বলা যায় না। স্বয়ং শিববাবাকেও পার্ট প্লে করতে হয় তাহলে কাউকে মোক্ষে (চিরমুক্তিতে) কিভাবে রাখতে পারেন। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের ধর্মকে আর অন্য সকলের ধর্মকে জানো। তোমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা উচিত। চক্রের রহস্যকে বোঝান উচিত। বলো, তোমাদের ধর্মস্থাপক পুনরায় নিজের সময়ানুসারে আসবে। যারা বোঝাবে তাদের হুশিয়ার (তীক্ষ্ণ) হওয়া উচিত। তোমরা বোঝাতে পারো যে, প্রত্যেককে সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসতেই হবে। এখন হলো রাবণ-রাজ্য। তোমাদের গীতা হলো সত্য, যা বাবা শোনান। ঈশ্বর নিরাকারকেই বলা হয়। আত্মা নিরাকার গডফাদারকে আহ্বান করে। ওখানে তোমরা আত্মারা থাকো। তোমাদের পরমাত্মা বলা যাবে কি, না যাবে না। পরমাত্মা তো একজনই, তিনি সর্বোচ্চ ভগবান, আর সকলেই হলো আত্মা, (বাবার) বাচ্চা। সকলের সদ্গতিদাতা একজনই, তারপর আসে দেবতারা। তাদের মধ্যেও প্রথম স্থানাধিকারী হলেন কৃষ্ণ কারণ আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র। তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয়। তোমাদের জীবন অমূল্য। দেবতাদের নয়, ব্রাহ্মণদের জীবন অমূল্য। বাবা তোমাদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে তোমাদের জন্য কত পরিশ্রম করেন। দেবতারা কি এত পরিশ্রম করবে, না তা করবে না। তারা পঠন-পাঠনের জন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেবে। এখানে বাবা বসে তোমাদের পড়ান। বাবা, টিচার, গুরু... এই তিনই হলেন তিনি। তাহলে কত সম্মান করা উচিত। সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। অতি অল্পসংখ্যকই রয়েছে যারা ভাল, হুশিয়ার সদা সেবায় তৎপর। হ্যান্ডস্ (নিমিত্ত) তো চাই, তাই না! লড়াই-এর ময়দানে যাওয়ার জন্য যাদের শেখানো হয় তাদের চাকরী ইত্যাদি সবকিছু ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের কাছে লিস্ট থাকে। তাই মিলিটারিকে কেউ রিফিউজ করতে পারে না যে আমরা ময়দানে অর্থাৎ যুদ্ধস্থলে যাবো না। ড্রিল শেখানো হয়, প্রয়োজন পড়লে ডেকে নেওয়া হবে। যারা রিফিউজ করে তাদের উপর মকদ্দমা চলে। এখানে সেইরকম কোনো কথা নেই। এখানে যে ভালোমতন সার্ভিস করে না, সে পদভ্রষ্ট হয়ে যায়। সার্ভিস

না করার অর্থ নিজেই নিজেকে শ্যুট করে দেয়। পদভ্রষ্ট হয়ে যায়। নিজের ভাগ্যকেই শ্যুট করে দেয়। ভালভাবে পড়ো, স্মরণে থাকো তাহলে ভাল অর্থাৎ উচ্চপদ লাভ করা যাবে। নিজের উপর কৃপা করতে হবে। (কৃপা) নিজের উপরেও করো আবার অন্যের উপরেও করো। বাবা সবরকমভাবেই বোঝান। এ'দুনিয়ার নাটক কিভাবে চলে, রাজধানীও স্থাপিত হয়। এ'সকল কথা দুনিয়া জানে না। এখন নিমন্ত্রণ পাও। ৫-১০ মিনিটে কি আর বোঝাবে? এক-দু'ঘন্টা দিলে তবেই বোঝাত পারবে। ড্রামাকে তো একদমই জানে না। ভালো-ভালো পয়েন্টস্ এখানে-সেখানে লিখে রাখা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। বাবা ক্রিয়েটারও (সৃষ্টিকর্তাও), বাচ্চারা তোমাদেরকে ক্রিয়েট করেন। নিজের করেছেন, ডাইরেক্টার হয়ে ডায়রেক্শন দেন। শ্রীমৎ দেন আবার অ্যাক্টও করেন। জ্ঞান শোনান। এও তো তাঁর উচ্চ থেকেও উচ্চ অ্যাক্ট, তাই না। ড্রামার ক্রিয়েটার, ডাইরেক্টার এবং প্রধান অ্যাক্টরকে না জানলে তখন তাকে কি বলা হবে? আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই অমূল্য জীবনে শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষকের অত্যন্ত সন্মান রাখা উচিত। পড়ায় ভাল, হুশিয়ার হয়ে সেবাররত হতে হবে। নিজের উপরে নিজেকেই কৃপা করতে হবে।

২) নিজেকে সংশোধনের জন্য সিভিলাইজ্ড (মার্জিত) হতে হবে। নিজের ক্যারেক্টার সংশোধন করতে হবে। মানবকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- রূহানী ড্রিলের অভ্যাস দ্বারা ফাইনাল পেপারে পাশ হওয়া সদা শক্তিশালী ভব

যেরকম বর্তমান সময় অনুসারে শরীরের জন্য সকল অসুখের চিকিৎসা হলো এক্সারসাইজ, সেইরকম আত্মাকে সদা শক্তিশালী বানানোর জন্য রূহানী এক্সারসাইজের অভ্যাস চাই। চারিদিকে যতই দোলাচলের বাতাবরণ হোক, কিন্তু আওয়াজে থেকেও আওয়াজ থেকে দূরের স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো। মনকে যেখানে আর যতটা সময় স্থিত করতে চাও ততটা সময় সেখানে স্থিত করে নাও - তাহলে শক্তিশালী হয়ে ফাইনাল পেপারে পাস হতে পারবে।

স্লোগানঃ- নিজের বিকারী স্বভাব-সংস্কার বা কর্মকে সমর্পণ করে দেওয়াই হলো সমর্পিত হওয়া।

অব্যক্ত ঈশারা :- এখন লগণের অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে যোগকে জ্বালা রূপ বানাও

যতক্ষণ তোমাদের স্মরণ জ্বালারূপ স্থিতি না হচ্ছে ততক্ষণ এই বিনাশের জ্বালাও সম্পূর্ণ জ্বালা রূপ নেয় না। এ ফুলেফেঁপে উঠেও আবার ঠান্ডা হয়ে যায় কেননা জ্বালামূর্তি আর প্রেরক আধার মূর্তি আত্মারা এখন নিজেরাই সদা জ্বালারূপ হয় নি। এখন জ্বালারূপ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নাও আর সংগঠিতরূপে মন-বুদ্ধির একাগ্রতা দ্বারা পাওয়ারফুল যোগের ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়িয়ে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;